Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামায আদায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা আখতার

রোলঃ ২৩১০০১২১০৮৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামায আদায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা আখতার

রোলঃ ২৩১০০১২১০৮৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " চেয়ারে বসে নামায আদায় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিসা আখতার, আইডিঃ ২৩১০০১২১০৮৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " চেয়ারে বসে নামায আদায় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

নাফিসা আখতার

আইডিঃ ২৩১০০১২১০৮৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ভূমিকা

নামায এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে যতখন একটা মানুষের হুঁশ-জ্ঞান(সেন্স) বিদ্যমান থাকবে ততখন পর্যন্ত তার উপর নামায ফরয। অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে, বসে না পারলে কাৎ হয়ে শুয়েও নামায পড়তেই হবে।
ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা না করতে পারলে মনে মনে নিয়তেও নামায পড়তে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও পবিত্র থাকতে অক্ষম হলেও এ অবস্থাতেই নামায ফরয। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।
যেমন আল্লাহ বলেন-
"এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।"(সুরা বাকারা,৪৫)
যেভাবেই হোক নামায ত্যাগ করা যাবে না। নামায ত্যাগ করার মতো বড় গুনাহ আর হতে পারে না। চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী মুসল্লিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিধানগুলোই মূলত মৌলিক হুকুম-আহকাম। এতে পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মানুষের কাজের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। এ গবেষণাপত্র যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনা করা হচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

সূচিপত্র

নামাযের পরিচয় 6

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত 7

নামায আদায়ের তিন অবস্থা: 11

চেয়ারে বসে নামাযের বিধান : 19

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার বিধান: 21

সম্পূর্ণ নামায চেয়ারে বসে আদায় করার বিধান: 24

চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যখন নাজায়েজ 25

চেয়ারে বসে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সিজদা করার নিয়ম 27

যমীনে বসা ও সিজদা করা কষ্টকর হলে শরীর ঝুঁকিয়ে ইশারায় সিজদা করার হুকুম 28

মহিলাদের জন্য ঘরে খাট বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া প্রশ্ন 28

গর্ভবতী মায়ের নামায পড়ার বিধান 29

ইমাম যদি চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী হোন তার পিছনে নামায আদায়ের হুকুম 30

মসজিদে চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত বিধিবিধান 30

চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর জ্ঞাতব্য: 31

সতর্কবার্তা: 32

চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দিলে অপব্যবহারের দরজা খুলে যাবে ? 35

মা'যুর ব্যক্তিরা কি মসজিদে যাবে না? 39

হাঁটু ব্যথার জন্য কখনো চেয়ারে কখনো স্বাভাবিকভাবে নামায আদায় করা 40

ইমামের পিছনে চেয়ারে নামায পড়া কি মুনকার? 43

চেয়ারে বসে নামায নাজায়েজের ফতোয়া-উলামায়ে হিন্দের জবাব 45

উপসংহার 51

নামাযের পরিচয়

নামায ফারসি শব্দ। এর মূলশব্দ হচ্ছে সালাত,যেটি আরবি ভাষা থেকে আগত যার অর্থ হচ্ছে "প্রার্থনা", "দোয়া" বা "প্রশংসা"। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া,রহমত,ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। কোরআনে ইসলামী আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হিসেবে সালাত শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। নামায তাকবিরে তাহরীমার মাধ্যমে শুরু হয়ে, রুকু সিজদাহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায়ের মাধ্যমে এবং সালামের মাধ্যমে শেষ করা হয়। সালাতই একমাত্র ইবাদত যেটার মাধ্যমে বান্দা রবের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন জারি রাখতে পারে।

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা রুকনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই পাঁচটি রুকনের মধ্যে নামায অন্যতম একটি রুকন । ইসলামে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে নামায। অন্য সকল ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হলেও নামাযের ব্যাপারে অন্যান্য রুকনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ
ٱلرَّٰكِعِينَ

"এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর"। (সুরা বাকারা : ৪৩)

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে

আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা থেকে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। সালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে।
(সহিহ, ইবনু মাজাহ)

অতএব আল্লাহ পাক সেদিন সবার আগে নামাযের হিসাব নিবেন। কেয়ামতের দিন তিনি জিজ্ঞেস করবেন না যে বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল? কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমপি ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না । আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামায পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামায পড়েছ কিনা? হিসাব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাযের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে ।

মুসনাদে আহমাদের একটা হাদিসে এসেছে -

من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفً

“যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত

কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।”

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।”

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গুনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول:ُ
»أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟«
قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযু করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গুনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গুনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)

একটি হাদিসে আছে –

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة .ِ

আবু যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীতকালে বের হলেন। সে সময় গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরলেন তখন গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে থাকলো।

তিনি বললেনঃ ”হে আবু যার্!”

বললাম: আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেনঃ ”নিশ্চয় কোন মুসলিম বান্দা যখন নামায আদায় করে তা দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য করে, তখন তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায় যেমন করে এই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে।”

(এ হাদীছটি ইমাম আহমদ ৫/১৭৯ উত্তম সনদে বর্ণনা করেন)

আবু যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীতকালে বের হলেন। সে সময় গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরলেন তখন গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে থাকলো। তিনি বললেনঃ ”হে আবু যার্!”

বললাম: আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেনঃ ”নিশ্চয় কোন মুসলিম বান্দা যখন নামায আদায় করে তা দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য করে, তখন তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায় যেমন করে এই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে।”
(এ হাদীছটি ইমাম আহমদ ৫/১৭৯ উত্তম সনদে বর্ণনা করেন)

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামায এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা

জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরায হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামায ফরয করেছেন। রোজা ফরয হয়েছে জমিনে আর নামায ফরয হয়েছে আসমানে । যাকাত ফরয হয়েছে জমিনে আর নামায ফরয হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাযের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই ইবাদতের মধ্যে নামায অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত

নামায বান্দার গুনাহ মোচন করে দেয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول:
»أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟«
قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: »فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে এ থাকতে পারে?

সবাই বললো : না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

নামায আদায়ের তিন অবস্থা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

“তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হেফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ চিত্তে দাঁড়িয়ে যাও।” (বাকারাহ ২/২৩৮)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কারণ এটি সালাতের রুকন, যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। বসে সালাত আদায় করলে সালাত হবে না। তবে নফল সালাত বসে আদায় করাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু বসে নফল সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে ।

[বুখারী হ/১১১৫, মিশকাত হ/১২৪৯]

মহান আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَّقُعُوْداً وَّعَلَى جُنُوْبِكُم

অর্থাৎ, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশে শয়ন করে আল্লাহকে স্মরণ কর। (সুরা নিসা:১০৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم

অর্থাৎ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চল।
(তাগাবুন:১৬)

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমার অর্শ রোগ ছিল। আমি (কিভাবে নামায পড়ব তা) আল্লাহর রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।” (বুখারী, আবূদাঊদ, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ১২৪৮ নং)

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি রোগী বসে না পড়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার জন্য রয়েছে ডবল সওয়াব।

একদা একদল লোকের নিকট মহানবী স. বের হয়ে দেখলেন, তারা অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায পড়ছে। তা দেখে তিনি বললেন, “বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াবের অর্ধেক।” (আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে মাজাহ্, সুনান)

অনুরুপ বসে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি আরাম নেওয়ার জন্য রোগী শুয়ে নামায পড়ে তাহলে তার জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব। (বুখারী ১১১৫নং)

উত্তমের আমল করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তাই একান্ত অপারগ না হলে উচিত বসে নামায আদায় না করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।
আবার যারা বসে পড়ার শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কষ্ট লাঘবের জন্য শুয়ে নামায পড়েন তাদের জন্যও একই কথা, শুয়ে নামায আদায় না করে বসে নামায আদায় করা।

যতটা সম্ভব দাঁড়িয়ে এবং যতটা প্রয়োজন বসেও নামায পড়তে পারে। বৃদ্ধ বয়সে মহানবী স. রাতের নামাযে বসে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর ৩০/৪০ আয়াত ক্বিরাআত বাকী থাকলে তিনি উঠে তা পাঠ করে রুকূ করতেন। (বুখারী ১১১৮নং)

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে ছালাত আদায়ের তিনটি অবস্থা প্রমাণিত হয়।

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে ছালাত আদায়ের তিনটি অবস্থা প্রমাণিত হয়। যথা-

১. দাঁড়িয়ে ২. বসে এবং ৩. শুয়ে।

অসুস্থ ব্যক্তি বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করলেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন বান্দা পীড়িত অথবা সফরে থাকে, তখন সে যা আমল করে তাতে সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করে ইবাদতকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে ।
[বুখারী হ/২৯৯৬; আহমাদ হ/১৯৬৯৪; মিশকাত হা/৫৫৫৮১]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,
একদা নবীজি স. কোনো এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, ঐ অসুস্থ সাহাবী বালিশের উপর (সিজদা দিয়ে) স্বালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ স. বালিশটি নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন।

অতঃপর ঐ সাহাবী সিজদা দেওয়ার জন্য একটি কাঠের ঢাল নিলেন। রাসূলুল্লাহ স. সেটিও নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, যদি তুমি পার তাহলে জমিনেই সিজদা দাও। আর জমিনে সিজদা দিয়ে স্বালাত আদায় করতে না পারলে ইশারা করে স্বালাত আদায় করো । আর ইশারা করে স্বালাত আদায় করার সময় সিজদা আদায়কালে রুকুর চাইতে একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকবে ।
(বাইহাকী, আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন)

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় সিজদা করা যাবে শুধু মাত্র যমীনে। অর্থাৎ কেউ যদি অসুস্থ থাকে ইশারায় সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে সামনে টেবিল, কাঠ ইত্যাদি উঁচু বস্তু রাখবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং কোনো কোনো সাহাবী-তাবেয়ী এমনটি করতে নিষেধ করেছেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২৮২৮-২৮৪১)
এক হাদিসে এসেছে -

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا . فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ِ

আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) ...... হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহঃ) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি যখন শাম (সিরিয়া) দেশের রাক্কা নামক শহরে যাই, তখন আমার কোন একজন সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আছে কি?
আমি বলি, এটা-তো আমার জন্য গনীমত স্বরূপ। তখন তিনি আমাকে ওয়াবিসা (রাঃ) এর খেদমতে নিয়ে যান।
আমি আমার সঙ্গীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভূষার প্রতি নজর করব। আমরা তাঁকে মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের মত উঁচু ছিল এবং রেশম ও পশম দ্বারা তৈরি ছিল। তিনি (বয়োবৃদ্ধির কারণে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায আদায় করছিলেন।
(নামায শেষে) সালাম ফিরানোর পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, (আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে কিরূপে নামায আদায় করলেন এটা কি জায়েয)?
তিনি বলেন, উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়োবৃদ্ধির ফলে যখন তাঁর শরীরের মাংস ঢিলা হয়ে যায়, তখন (দুর্বলতার কারণে) তিনি নামায আদায়ের জন্য তাঁর জায়নামাযের নিকট লাঠি রাখেন এবং তাতে ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন।

(সুনান আবূ দাউদ)

সুতরাং দীর্ঘ এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, ওজরের কারণে দেওয়ালে বা অন্য কিছুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াও জায়েজ।
ওজর ছাড়া নামাজে কোনো কিছুর ওপর ভর করে দাঁড়ানো বা হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মাকরুহ।

তাবেঈ ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, দেওয়ালে হেলান দিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ; তবে ওজর থাকলে জায়েজ।
(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক)

আবূল ইয়ামান (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় কোন এক সালাত (নামায/নামাজ) আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করি।

সালাম ফেরানোর পর তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকু করেন তখন তোমরাও রুকু করবে। তিনি যখন সিজদা করেন তখন তোমরাও সিজদা করবে। তিনি যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলবে।

সুনানে নাসায়ির ১৬৫৬ নং হাদিসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ، خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুস্ সমাদ (রহ.)'..... উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, রসূলুল্লাহ (সা.) এর ইনতিকাল অবধি তার বেশিরভাগ সালাত ছিল বসা অবস্থায় ফরয সালাত ছাড়া। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ‘আমল ছিল যা সর্বদা করা হত যদিও তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন।
উসমান ইবনু আবূ সুলায়মান আবু ইসহাক-এর বিরোধিতা করে হাদীসটি আবু সালামাহ্ সূত্রে আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
(সুনানে নাসায়ি,১৬৫৬)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, “কোন অসুস্থ ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর ন্যায় সওয়াব পাবে" ।
[আল-মাজমূ' ৪/৩১০।]

ইবনু কুদামাহ (রহ.) বলেন, “বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন যে, দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে"
[মুগনী ২/১০৬]
ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছে যে, ফরয সালাতে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে এবং তাকে পুনরায় সালাত ঘুরিয়ে পড়তে হবে না।’
[মাজমূ'৪/৩১০; ছালেহ মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০১৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন,

“মুসলমানগণ এক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুছল্লী যখন সালাতের কিছু ফরয যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), কিরাআত, রুকু, সিজদাহ, লজ্জাস্থান আবৃত করা, কিবলামুখী হওয়া ও অন্যান্য বিধান পালনে অপারগ হবে, তখন অক্ষমতার বিষয়সমূহ তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে”।
[মাজমূ* ফাতাওয়া ৮/৪৩৮]

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কাদা তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রূহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না।
কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহহুদের জন্য যমীনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রূহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়।

এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমীন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া।

সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে।
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে -

(১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২)

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবেই সিজদা করার হুকুম প্রদান করেছেন।

ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে এর তালীমও কুরআন সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাসিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।
সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়।

ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসুল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসুল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুটি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ । রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কাদা (তাশাহহুদের জন্য যমীনে বসা)ও মাফ বিষয়টি এমন নয়।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা''দা (বৈঠক) তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য

ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোনও এমনি । যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে । (আততামহীদ ১/১৩৫)

চেয়ারে বসে নামাযের বিধান :

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সঙ্গে বেড়ে চলেছে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীর সংখ্যাও। হাঁটু, কোমর বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে ডাক্তার বলে দেন- আপনি নামাজি ব্যক্তি হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন। বেশি উঠবোস করলে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। বেচারা রোগী মানুষ, করবেও বা কী? এসব কারণে সামান্য ব্যথা হলেই এখন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এ কারণে প্রায় মসজিদে চেয়ারও সংযুক্ত হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে। কাতারের মাঝখানে বা পাশে চেয়ার স্থাপন করার কারণে বিভিন্নভাবে মুসল্লিদের কাতারে যে মিলে দাঁড়ানোর কথা, তাতেও অনিয়ম দেখা দেয়। আবার কিছু লোক নিচে উপবিষ্ট, কিছু চেয়ারে, তাতেও কেমন যেন

অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। যাতে মসজিদের যে পরিবেশ তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে কয়েকটি কারণে মাকরুহ হবে:

১. মাটিতে বসা সুন্নাত। এ পদ্ধতিতেই সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী মুসলমানদের আমল চলে আসছে।
৯০ দশকের আগ পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার প্রচলন ছিল না। খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের সোনালি যুগেও চেয়ারের কোনো নজির পাওয়া যায় না।
বাংলাদেশে মসজিদগুলোতে মাদুর বা হোগলা রাখা হত বসে নামায আদায়ের জন্য।
বর্তমানে এদেশের মসজিদে চেয়ারের আধিক্যের কারণে মসজিদে প্রবেশ করলে মনে হতে পারে ভুল করে চেয়ারের দোকানে চলে এসেছি।

২. চেয়ার ব্যবহারের কারণে নামাজের কাতারে অনেক ফাঁকা রয়ে যায়। অথচ এত্তেসালে সফ তথা কাতারে পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদিসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার মসজিদে নেওয়ার কারণে বিধর্মীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ্যতা দেখা দেয় অথচ দ্বীনি কাজে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ নিষেধ।

৪. নামাজ হলো বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ, প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহার করার চেয়ে মাটিতে নামাজ আদায় করলে বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। প্রতিটি ইবাদতের মূল সৌন্দর্য হলো বিনয় ও নম্রতা, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং সৃষ্টি জীবের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত করে।

৫. মাটির নিকটবর্তী হওয়া নামাজের একটি কাম্য বিষয়, যা চেয়ারের ওপর আদায় করলে পাওয়া যায় না।

(সূত্র : মাসিক আল আবরার)

যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসে নামাজ আদায় করার সাধ্য ও সামর্থ্য না থাকে, তবেপ্রয়োজনের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যাবে।

কিন্তু যদি যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করার সামর্থ্য থাকে, তবে চেয়ারে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার বিধান:

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমীনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমীনে সিজদাও করতে পারে । তার জন্য সিজদা ও কাদা (বৈঠক) যমীনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি । এমন ব্যক্তি হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমীনে বসে আদায় করবে । আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কাদা (বৈঠক) যমীনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমীনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কাদা (বৈঠক)-এর জন্য যমীনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয । বরং শুরু থেকেই তার যমীনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমীনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে । এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে । কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমীনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর এ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ

ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব । আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমীনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তাকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে।আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমীনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমীনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং “ফাতহুল কাদীর' খ. ১ পৃ. ৪৬০, “আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং “ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই “কওল' (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন অর্থাৎ বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু এ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে এ কথারও খন্ডন করেছেন যে ,
“শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।”
তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে , কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমীনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে । এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে , যমীনের উপর সিজদা এবং পুরো নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমীনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমীনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে।
এরপর যমীনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমীনে বসেই আদায় করবে । এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমীনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়,
কিন্তু যমীনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমীনে সিজদাও করতে পারে ।
সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

সম্পূর্ণ নামায চেয়ারে বসে আদায় করার বিধান:

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

তবে যেহেতু হানাফী মাযহাবের মুতুনের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে সেজদা করতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তির জন্য কিয়াম রহিত হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
সেই সাথে একই মাযহাবের মুতুনের কিতাবগুলোতে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য বসে নামাজ পড়া উত্তম বলা হয়েছে । তাই এ অবস্থায় কেউ যদি এর ওপর আমল করে অর্থাৎ বসে ইশারায় পূর্ণ নামাজ আদায় করে থাকে তাহলে তার সেই নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) বলা হবে না।

আর যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় সে শুরু থেকে বসে নামাজ আদায় করবে অর্থাৎ কিরাত এবং রুকু-সেজদার ইশারা সবই বসে করবে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কাদা (তাশাহুদ কা'দা (তাশাহুদের জন্য বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে । নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে,
যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমীনে বসে তা আদায় করা ।
আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা ।
আর যে ব্যক্তি যমীনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমীনে বসে কাদা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা।
কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা অনুচিত।

চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যখন নাজায়েজ

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমীনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমীনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা । দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমীনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকুসিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্কতার অজুহাতে যমীনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমীনে সিজদাও করতে পারে । কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমীনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমীনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে । পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমীনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কাদা (বৈঠক)-এর জন্য যমীনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমীনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমীনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমীনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

চেয়ারে বসে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সিজদা করার নিয়ম

যে ব্যক্তি যমীনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে । এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামা আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে ।এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামা আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে । সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে । কেউ কেউ তখন যমীনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম। কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,

একদা নবীজি স. কোনো এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, ঐ অসুস্থ সাহাবী বালিশের উপর (সিজদা দিয়ে) স্বালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ স. বালিশটি নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন।

অতঃপর ঐ সাহাবী সিজদা দেওয়ার জন্য একটি কাঠের ঢাল নিলেন। রাসূলুল্লাহ স. সেটিও নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, যদি তুমি পার তাহলে জমিনেই সিজদা দাও। আর জমিনে সিজদা দিয়ে স্বালাত আদায় করতে না পারলে ইশারা করে

স্বালাত আদায় করো । আর ইশারা করে স্বালাত আদায় করার সময় সিজদা আদায়কালে রুকুর চাইতে একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকবে ।
(বাইহাকী, আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন)

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় সিজদা করা যাবে শুধু মাত্র যমীনে। অর্থাৎ কেউ যদি অসুস্থ থাকে ইশারায় সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে সামনে টেবিল, কাঠ ইত্যাদি উঁচু বস্তু রাখবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং কোনো কোনো সাহাবী-তাবেয়ী এমনটি করতে নিষেধ করেছেন।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২৮২৮-২৮৪১)

যমীনে বসা ও সিজদা করা কষ্টকর হলে শরীর ঝুঁকিয়ে ইশারায় সিজদা করার হুকুম

বাস্তবতা হলো যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে অধিকাংশ বয়স্ক লোক এবং ওই সকল লোক

যারা যমীনে বসতে অভ্যস্ত নয় তারা এই সমস্যার সম্মুখীন হয় যে, তারা সহজেই সুন্নত তরিকায় কিয়াম ও রুকু করতে পারে কিন্তু তাদের জন্য যমীনে বসা এবং সিজদাহ করা কষ্টকর। অধিকাংশ লোক চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে। এভাবে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে আর দাঁড়িয়ে কিয়াম, কিরাত করে নামায আদায় করা যথেষ্ট?

এ সাওয়ালের জবাবে জনৈক আলেমেদ্বীন বলেছেন যে, এমতাবস্থায় যমীনে বসে পায়ের নলা কেবলার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাথার ইশারায় রুকু সিজদাহ আদায় করা উচিত।

এমন ব্যক্তি যদি যমীনে বসে কোনো রকম কষ্ট করে হলেও যমীনে সিজদাহ করতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য সিজদাহ করা ফরজ । পা ছড়িয়ে ইত্যাদি যে কোনো ভাবে হোক শুধু শরীর ঝুঁকিয়ে ইশরা করা যথেষ্ট নয়। তবে যদি সে কোনো ভাবেই যমীনে সিজদাহ করতে সক্ষম না হয় তাহলে ইশারায় সিজদাহ আদায় করবে। চাই যমীনে বসে হোক বা চেয়ারে। তবে সম্ভব হলে যমীনে বসাই (পা ছড়িয়ে হলেও) উত্তম ।

মহিলাদের জন্য ঘরে খাট বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া প্রশ্ন

ঘরে সাধারণত মহিলারা খাটে বসে নামাজ পড়েন। কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের এভাবে বসেই নামাজ পড়তে হয়। তাদেরকে দাঁড়াতে হয় না। সুতরাং তাদের নামাজের কি হুকুম? এমনিভাবে তাদের রুপ জন্য রুকু সেজদার কি হুকুম। মোটকথা তারা কিভাবে নামাজ আদায় করবে?

এই সমস্যা সংক্রান্ত সাওয়ালের জওয়াবে আলেমেদ্বীন বলেন কোন ওজর ব্যতীত অথবা কাজ করার দরুন সাময়িক কোমর, পা ব্যথা হলেই খাটে বসে ফরজ বা ওয়াজিব নামাজ পড়া জায়েজ নেই । তবে যদি দাঁড়ানোর সামর্থ্য না থাকে তাহলে খাটে বসে নামাজ পড়া জায়েয। অতপর যদি রুকু সেজদারও শক্তি না থাকে তাহলে মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করবে । সেজদার রুকুর তুলনায় মাথায় একটু বেশি ঝুকাবে। আর যদি রুকু সেজদা করার সামর্থ্য থাকে তাহলে ইশারা যথেষ্ট হবে না, বরং নিয়ম মাফিক রুকু সেজদা করা জরুরী । অবশ্য নফল নামাজ ওজর ব্যতীতও বসে পড়া জায়েজ। তবে এ ক্ষেত্রেও সেজদা করা জরুরী।

গর্ভবতী মায়ের নামায পড়ার বিধান

গর্ভবতী মায়ের স্বাভাবিকভাবে নামায পড়তে অসুবিধা হলে চেয়ার ছাড়া যেভাবে নামায পড়বে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো-

রাসুল (সা.) বলেন, ‘দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তাহলে বসে নামাজ পড়ো, যদি তাও না পারো, তাহলে ইশারা করে নামাজ আদায় করো। (বুখারি, হাদিস : ১০৫০)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।
যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম, সে বসে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে।

বসে রুকু-সিজদা আদায়কারী নামাজে রুকুর তুলনায় সিজদায় সামান্য বেশি ঝুঁকবে। না হয় তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬)

যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা সিজদা করতে না পারে তাহলে তার জন্য ইশারায় [মাথা সম্ভব মত নীচু করে রেখে] সিজদা করাই যথেষ্ট।

বসে সিজদা করার জন্য কোনো জিনিস ওপরে তোলা এবং সেটাতে সিজদা করা— এসবের প্রয়োজন নেই। (সুনানে কুবরা, হাদিস : ৩৮১৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/২৭৩)

অতএব, অসুস্থতার কারণে বসে নামাজ পড়তে অপারগ হলে, শুয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়বে। তখন (অসুস্থের) পা কিবলার দিকে করে শোয়াতে হবে। মাথা সামান্য ওপরে তুলে শোয়াবে; যাতে চেহারা কিবলার দিকে হয়। এরপর ইশারা করে রুকু-সিজদা করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১/২৭৩)

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে । কেউ কেউ তখন যমীনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে । এটি ভুল নিয়ম।

দাঁড়াতে কষ্ট হলে যমীনে বসে নামায আদায় করবে।

অর্থাৎ যথাসম্ভব চেয়ার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, তা নামাযের রূহ পরিপন্থী ।

“ কেউ যদি নামাযে দাড়ানো ও রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হয় এবং বসতে সক্ষম হয় তাহলে সে বসে ইশারাহ করে নামায আদায় করবে,এবং সিজদাতে রুকুর চেয়ে বেশী মাথা ঝুঁকাবে।” [ফতোয়ায়ে আলমগীরি ১/১৩৪]

গর্ভকালীন সময়ে বসে নামায পড়লে সিজদার সময় পেটে চাপ লাগলে, এই অবস্থায় বালিশের উপর সেজদা দেওয়া যাবে না। কেননা সিজদা শক্ত কোনো জিনিসের উপর দিতে হয়। আর ইশারায় সিজদা দিবে।

ইমাম যদি চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী হোন তার পিছনে নামায আদায়ের হুকুম

সুস্থ স্বাভাবিক মুসুল্লিদের জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরজ। তাই রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তিদের ইমাম হবেন দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি।
চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি যেহেতু রুকু-সিজদা ইশারায় করেন। তাই তার জন্য ক্বিয়াম ও রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তিদের ইমামতি করা জায়েয নয়।

তবে এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানালে তার মত ইশারা কারী মাজুরদের নামায তার পেছনে সহীহ হবে ।
কিন্তু রুকু -সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নামাজ তার পেছনে সহিহ হবে না। কেননা ইশারায় নামাজ আদায়কারীর পেছনে রুকু- সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের ইক্তেদা সহীহ নেই।

(আলজামেউস সাগীর পৃ. ৭৬; আলমাবসূত, সারাখসী ১/২১৫; আলমুহীতুল বুরহানী ২/১৮০; আলবাহরুর রায়েক ১/৩৬৫; আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৭৯)

মসজিদে চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত বিধিবিধান

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দুটিকে কাতারের

মধ্যে রাখতে হবে । এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারের সামনের পা দুটি কাতারের মধ্যে

রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই। মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না।

রুকু বা সেজদায় যাওয়ার সময় বারবার চেয়ার টেনে সামনে নেওয়া বা পিছনে নেওয়া যাবে না। চেয়ার সামনে - পিছনে করা নিষেধ।

নামাজের মধ্যে বারবার চেয়ার নাড়াচাড়া করা 'অপ্রয়োজনীয় কাজ' বা 'আমলে কাছির' হিসেবে গণ্য হয়, যা নামাজ নষ্ট বা মাকরূহ করতে পারে।

চেয়ারটি নামাজ শুরুর আগেই এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন পুরো নামাজে তা আর নাড়াতে না হয়।

৪. তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সইতে না পেরে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্ব অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

৫. আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই । কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। আল্লাহু আ'লম ।[আর আল্লাহই ভালো জানেন]

চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই । কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা । যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা।

যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম'আর সালাতে । কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, এর মধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল, ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে গেল যার যার গন্তব্যে, সবাই চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিস্কার করার সময় তাকে জাগানো হল, জাগানোর পর সে বলল, আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত, আর কতক্ষন আছে? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

মাস'আলা:

যে অসুস্থ ও মাযুর ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন সে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়লে এবং যদি তার জুমার সালাত এভাবে ছুটে যায়, তখন তার উচিত হচ্ছে

চার রাকা'আত যোহর সালাত আদায় করা। আর ভবিষ্যতে এরূপ দশায় যেন পড়তে না হয় সেজন্য চেয়ারে বসে নামায আদায়ের রোগীকে সালাতের জামাত শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত।

সতর্কবার্তা:

কখনো কখনো দেখা যায়, কোন মুসল্লি দাঁড়িয়ে কিরাত পড়ছে আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। তার রোগ আরও বেড়ে যায়, কষ্ট কিংবা ব্যথার যন্ত্রণায় অতীষ্ঠ হয়ে কখনো খারাপ ব্যবহার করে ফেলে। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাস'আলা-১: যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না করা। বরং সে এ ঘটনার শিকার অথবা আক্রান্ত ব্যক্তি যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে। এতে করে যদি তাকে এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। কিন্তু একদমই যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না তা নয় । আর এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলেই এই মাস’আলা এসেছে । বাস্তবতার আলোকে মাস’আলা হল এই চেয়ারে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কখনো কোন মুসল্লি এরকম ভুল করতে পারে সেটা মেনে নিয়ে নামায সম্পন্ন করার মানসিকতা রাখতে হবে। ক্রোধ নিয়ন্ত্রন করাই শ্রেয় হবে। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাস'আলা-২: লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, এটা সুন্নাতের বিপরীত

কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা । এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

মাস'আলা-৩: চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দুই হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। রয়েছে বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাস'আলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহু আ'লম [আল্লাহই অধিক জানেন।]

চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দিলে অপব্যবহারের দরজা খুলে যাবে ?

অনেকে বলেছেন, চেয়ারে বসে নামায পড়ার অনুমতি দিলে সুযোগ সন্ধানীদের দরজা খুলে দেয়া হবে । অথচ শরী“আতে এক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছো। এ সংক্রান্ত বিধানাবলী ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত শিরোনামে উল্লেখ করে থাকেন।

এর সরল ব্যাখ্যা হলো, নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা যাতে ছিদ্রপথ না থাকে। নিষিদ্ধ কাজের পরিধি অনেক বড় । অন্য দিকে যে কাজকে নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম ধারণা করা হচ্ছে সেটিও বিভিন্ন পর্যায়ের । কোনো সময় ফরয পর্যায়ের বিধানকে কেউ হারাম কাজের মাধ্যম বানিয়ে থাকে । আবার কিছু ব্যবহৃত মাধ্যম আছে মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের । এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অবলম্বনকতৃ মাধ্যমও আছে।

উল্লিখিত নীতি থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্যউল্লিখিত নীতি থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে অনেক বিধানই ব্যাহত হয়ে পড়বে । যেমন, মহিলাদের হিজাব ব্যবহার করা একটি শরী'আতস্বীকৃত বিষয় । কিন্তু বর্তমানে অনেকেই এর অপব্যবহার করে থাকে । অন্যায়

কাজ করে নিরাপদে সরে আসার জন্য বিষয় অজানা থাকার কথা নয়। এ ধরনের আরো উদাহরণ পেশ করা যাবে। তবে বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ।

মূল কথা হলো, কোনো বিধানকে কেউ হারামের মাধ্যম বানালেই তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এর বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রাহ. বলেন- “যারী'আসমূহ (কোনো জিনিসের কারণ বা মাধ্যম হয়) তিন প্রকার। অপর পৃষ্ঠায় এই তিন প্রকারের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো-

১. এ সমস্ত যারী'আ বা মাধ্যম যেগুলো নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেমন, মুসলমানদের পথের উপর কূপ বা গর্ত খনন করা । এটা কখনো জায়েয হবে না। কারণ এটা যে কারো প্রাণহানির কারণ বা মাধ্যম হতে পারে। অনুরূপভাবে খাবারে বিষ মিশ্রিত করা ।

এমনিভাবে এ মূর্তিপূজারীর সামনে মূর্তিকে গালমন্দ করা, যার ব্যাপারে জানা আছে যে, মূর্তিকে গালমন্দ করলে সেও আল্লাহকে গালমন্দ করবে ।

২. আরেক প্রকার হলো, যেটা নিষিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত । এ ধরনের মাধ্যম থেকে নিষেধ করা হবে না । যেমন, মদ তৈরী করা হবে এই সম্ভাবনার কারণে আঙ্গুর উৎপাদন থেকে নিষেধ করা হবে না... ।আর কিছু যারীআ বা মাধ্যম আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে- এসব মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না। যেমন, বাকিতে বেচাকেনা ।

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত এ মূলনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন মাধ্যম যা মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের । যা পালন বা অবলম্বন করার ব্যাপারে শরী'আতের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো তলব নেই। এ ধরণের মাধ্যমগুলোই উক্ত মূলনীতি থেকে উদ্দেশ্য । আল্লামা ইবনে রুশদ রাহ. (৫৯৫ হি.) বলেন-

“যারী’আ হচ্ছে এ সমস্ত কাজ যেগুলো বাহ্যত বৈধ; কিন্তু পরিণতিতে এগুলো অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যায় ।”

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন-

“যারী'আ বলা হয় এমন বিষয়কে যেটা সত্তাগতভাবে বৈধ; কিন্তু এটা করার কারণে অবৈধ ও হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে ।”

সুতরাং যে বিধানগুলো স্বতন্ত্র দলীল ছারা প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত, এমন বিধানকে কেউ গুনাহের মাধ্যম বানালেও তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে কোনো বিধান যদি উপকারমোটকথা, ওজর বা প্রয়োজনে যে কাজগুলো করতে হয় তা কেউ গুনাহের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগালেও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে না। কারণ, এই কাজটি নিছক মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের নয়। এর পিছনে স্বতন্ত্র দলীল আছে।

ওযরের কারণে ঘরে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে । অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেকে অলসতা করেই বাসায় একাকী নামায আদায় করে । মসজিদে আসে না। এদের কারণে কি প্রকৃত মাযুরদের ঘরে নামায না হওয়ার ঘোষণা দেয়া যাবে?

আমাদের আলোচ্যবিষয়ে ওযর ও প্রয়োজনকে বিবেচনা করেই চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন কিছু ব্যক্তির অপব্যবহারের কারণে প্রকতৃ মা'যুরদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নিষেধ করলে তাদের উপর অসাধ্য জিনিস চাপানো হবে যা শরী' আতে নিষিদ্ধ । কুরআনে আল্লাহ পাক আমাদের জানিয়েছেন -

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ

অর্থ: আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।

একই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর দয়া করে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এই ভাবে যে -

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক।
(সুরা বাকারা, ২৮৬ নং আয়াত)

এই আয়াতটিই যথেষ্ট মা'যুরদের জন্য। স্মরণে রাখতে হবে যে মা'যুর নিজ ইচ্ছায়

রোগগ্রস্ত হননা, রোগাক্রান্ত হন আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়। আমরা প্রত্যেকেই এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমাদের উপর কোন দুর্যোগ, রোগ বালাই, বিপদ মুসীবত আপতিত হয়না। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে আরো বলেছেন,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّ

অর্থ: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না।
(সুরা তাগাবুন,১১ নং আয়াত)

হ্যা, অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শরীয়া রাষ্ট্র এই চেয়ারে বসে নামায আদায়ের অপব্যবহার বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে- এটাই আলেমেদ্বীনসহ সাধারণ স্তরের মুসলিমদের প্রত্যাশা।

মা'যুর ব্যক্তিরা কি মসজিদে যাবে না?

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে, ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তি কি মসজিদে যেতে পারে? এরপর আশ্চর্যবোধ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে আসবে কীভাবে?

হতে পারে আপনার ধারণা হলো, প্যারালাইসিসে যার পা বিকল হয়ে গেছে, শুধু সেই ব্যক্তিই ওযরবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হবে । কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এরূপ নয় । অনেকেই আছেন যাদেরকে ডাক্তার নিচে বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন । যেমন হাঁটুর নানা রোগব্যাধি (আর্থ্রাইটিস, নার্ভের সমস্যা, পায়ে মারাত্মক এক্সিডেন্ট হওয়া ইত্যাদি) তারা যাবতীয় কাজ চেয়ারে বসেই সম্পাদন করে। চলাফেরাও করে হুইল চেয়ারে বসে । যমীনে বসা তাদের জন্য ক্ষতিকর, কারো জন্য আশঙ্কাজনকও । এ ধরনের ব্যক্তিরা কি মসজিদে যেতে পারবে না?
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিনগুলোতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং মসজিদে যেতে অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা, এছাড়া মসজিদে আসার প্রতি জোর তাগিদ আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? একাটি হাদীস জেনে নেয়া যাক।
হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَأَجِبْ) . رواه مسلم .

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এক অন্ধ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে আরজ করলেন (বললেন), 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'

অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। নবীজী তাকে অনুমতি দিলেন।লোকটি যখন চলে যাচ্ছিলো,রাসূলুল্লাহ সে:) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি নামাযের আহবান (আযান)

শুনতে পাও? সে বললো, জ্বী । রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন, তাহলে সাড়া দিও (অর্থাৎ মসজিদে যাবে)” (সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৬৫৩, বাইতুল আফকারিদ দাউলিয়া)

এ হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিকেও ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি । আপনার যুক্তির দৃষ্টিতে দেখলে তো এখানেও প্রশ্ন হয়, অন্ধ ব্যক্তি কি মসজিদে আসতে পারে? কিন্তু কার হিম্মত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করার জোর তাগিদ করা হয়েছে। একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের উত্তম স্থন মসজিদই । সুতরাং কোনো ব্যক্তি মাযুর হলেও যতদুর সম্ভব মসজিদে এসে নামায পড়ার চেষ্টা করা কাম্য । চেয়ারে বসে নামায আদায় এমনিতেই নামায পড়ার স্বাভাবিক নিয়মের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটায় তার উপরে যদি মাযুর (পুরুষ হলে) মসজিদে না এসে অসুস্থতার অথবা অক্ষমতার অযুহাতে বাড়িতে নামায আদায় করে তাহলে তার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান অর্জন করা এবং ভয় করা উচিত।

হাঁটু ব্যথার জন্য কখনো চেয়ারে কখনো স্বাভাবিকভাবে নামায আদায় করা

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তির হাটুতে ব্যথা । তবে সে কেয়াম এবং রুকু সেজদাও করতে পারে। কিন্তু যখন মন চায় যমীনে বসে রুকু সেজদা করে নামায আদায় করে আর যখন মন চায় চেয়ারে বসে নামায পড়ে এবং রুকু সেজদা ইশারায় আদায় করে এই ব্যক্তির নামাযে হবে কিনা?

উত্তর :

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু সেজদা করতে সক্ষম এবং এমন কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত নয় যার কারণে সে এই রোকন গুলো আদায় করতে অপারগ অথবা এ রুকন গুলো আদায়

করার কারণে তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো ফরজ ওয়াজিব এবং কমপক্ষে ফজরের সুন্নত দাড়িয়ে আদায় করা। যদিও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুটা কষ্ট হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে বিবরণ নিম্নরূপ -

ক. যদি তার হাঁটুতে সাধারণ কোন ব্যথা হয় যে ওই ব্যাথা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে এবং এর কারণে ব্যথা বেড়ে যাওয়া অথবা ভালো হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার ওপর জরুরি হলো যে, সে নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এ অবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয নেই।খ. যদি তারা হাঁটুর সমস্যা এমন হয় যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে তা বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েজ।

আর ওই ব্যক্তির রুকু এবং সিজদার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হল যে, যদি সে রুকু সেজদা করতে সক্ষম হয়, যদিও ডানে বায়ে পা ছড়িয়ে বসে হয় তাহলে তার ওপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে রুকু সিজদা করা জরুরী । শুধু ইশারায় রুকু সিজদা করা জায়েজ নেই। সামনে টেবিল ইত্যাদি উচু কোন বস্ত রেখে তার ওপর সিজদা করা যাবে না। কিন্তু
অনেকেই জানেন না সিজদা শুধু যমীনে করা যায় তারা বলেন, “যেই জিনিসের ওপর সেজদা করছে তার উচ্চতা যমীন থেকে আনুমানিক নয় ইঞ্চি বা অর্ধহাত এর চেয়ে বেশি উচু যেন না হয়। কেননা এর চেয়ে উঁচু বস্তুর ওপর সেজদা করা জায়েজ নেই ।”অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত-

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,
একদা নবীজি স. কোনো এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, ঐ অসুস্থ সাহাবী বালিশের উপর (সিজদা দিয়ে) স্বালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ স. বালিশটি নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন।

অতঃপর ঐ সাহাবী সিজদা দেওয়ার জন্য একটি কাঠের ঢাল নিলেন। রাসূলুল্লাহ স. সেটিও নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, যদি তুমি পার তাহলে জমিনেই সিজদা দাও। আর জমিনে সিজদা দিয়ে স্বালাত আদায় করতে না পারলে ইশারা করে স্বালাত আদায় করো । আর ইশারা করে স্বালাত আদায় করার সময় সিজদা আদায়কালে রুকুর চাইতে একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকবে ।
(বাইহাকী, আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন)

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় সিজদা করা যাবে শুধু মাত্র যমীনে। অর্থাৎ কেউ যদি অসুস্থ থাকে ইশারায় সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে সামনে টেবিল, কাঠ ইত্যাদি উঁচু বস্তু রাখবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং কোনো কোনো সাহাবী-তাবেয়ী এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। সময় সে মাজুর সাব্যস্ত হবে এবং এ অবস্থায় বসে বা ইশারা করে নামাজ পড়া জায়েজ। আর যখন

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২৮২৮-২৮৪১)

গ. যদি সমস্যা এমন হয় যে, কখনো ব্যথা বেড়ে যায় যার কারণে দাঁড়াতে বা রুকু সেজদা করতে অপারগ হয় বা তাতে অসণীয় কষ্ট হয় বা সমস্যা আরো বেড়ে যাওয়ার অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার ভয় হয়।আবার কখনো কমে যায় যার কারণে উক্ত ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদা করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে প্রথম অবস্থা দেখা দেওয়ার

সময় সে মাজুর সাব্যস্ত হবে এবং এ অবস্থায় বসে বা ইশারা করে নামায পড়া জায়েজ। আর যখন এবং এ অবস্থায় বসে অথবা ইশারার মাধ্যমে পড়া জায়েজ। আর যখন দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিবে তখন তার ওপর সুস্থতার হুকুম ফিরে আসবে এবং তার জন্য আবশ্যক হবে যে, ওই নামাযগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করবে যে না নামাযগুলোতে দাঁড়ানো আবশ্যক । এমনকি যদি সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় পুরা নামায দাঁড়িয়ে পড়তেন না পারে, তাহলে যে পরিমাণ সময় দাঁড়াতে পারে সে পরিমাণ সময় দাঁড়ানো তার ওপর ফরজ । যেমন, দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা তাকবীরে তাহরীমা বলা তার জন্য ফরজ।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তির সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় যখন মাজুর বলে গণ্য হয় তখন বসে বা ইশারা করে নামায আদায় করে আর সমস্যা কমে যাওয়া নামায সহীহ হবে।আর যদি সে উপরোক্ত ব্যথা অনুযায়ী মাজুর না হয় কিন্তু তা সত্বেও যখন মন চায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, আর যখন মন চায় বসে নামায পড়ে, তাহলে এমতাবস্থায় বসে আদায়কৃত ওই সকল নামায যাতে কিয়াম তরক করার অবকাশ নেই(অর্থাৎ ফরজ ও ওয়াজিব নামায) তা আদায় হয়নি। সেগুলো পুনরায় আদায় করা জরুরি । আর যখন সে রুকু সিজদা করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া এবং রুকু সিজদা ইশারায় করাও জায়েজ।

ইমামের পিছনে চেয়ারে নামায পড়া কি মুনকার?

ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিও ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়তে পারবেন। তবে তাদের সুযোগ করে দেয়াই উত্তম । ইমামের পিছনে দাড়ানো একটি উত্তম কাজ । ইমাম আবু দাউদ রাহ.২ উলুল আহলামি ওয়ান-নুহা' বিষয়ক হাদীস এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেন- "ইমামের পিছনে সামনের কাতারে কে দাঁড়াবে এবং সেখানে দাঁড়ানো থেকে পিছিয়ে থাকা অপছন্দনীয় এ বিষয়ক অধ্যায়"।

ইমাম আব্দুর রাযযাক রাহ. ও এ ধরনের হাদীসের জন্য কাছাকাছি শিরোনাম দিয়েছেন "কার জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানো উচিত এ বিষয়ক অধ্যায় ।" সুতরাং ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তির ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া "মুনকার'-এর আওতায় তায় আসে না। তাই সর্বসাধারণের জন্য "নাহী আনিল মুনকার'-এর বিধান হিসেবে তাকে পিছনে যাওয়ার হুকুম জারি করার সুযোগ নেই।

উপরন্ত এতে ফেতনা হওয়ার আশংকা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে গমন করার হাদীস সুপ্রসিদ্ধ । রাসুল সা . কাতারের কিনারায় না গিয়ে ইমামের পাশেই অবস্থন নিয়ে ছিলেন ।৩৫ মাধুর ব্যক্তির জন্য কিনারায় দাড়ানো আবশ্যক হলে তিনি মাঝে আসতেন না। এছাড়াও রাসূল সা . "উলুল আহলামি ওয়ান-নুহা' কে প্রথম কাতারে দাড়াতে বলেছেন এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিলো । আপনার উদ্ধৃতির কিতাব "দরসে তিরমিধী'তেও একাধিক উদ্দেশ্যের আলোচনা আছে। অনেকে বলেছেন ইমামের পিছনে কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই দাড়াবে ।

যদি উদ্দেশ্য হয় রাসূল সা. -এর নামায সঠিকভাবে বোঝা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করা; যা উল্লিখিত হাদীসের অন্যতম ব্যাখ্যা । তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী অযোগ্য নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, প্রয়োজনে নায়েব বা খলীফা হওয়ার যোগ্যতা থাকা, তাহলে আমরা বলবো এটাই হাদীসের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ।

তাই এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নায়েব হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই পিছনে দাড়াতে বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে মাযুর ব্যক্তির জন্য মসজিদের পিছনের কাতার বা একপাশে নামায পড়া, অথবা ইমামের পিছনে বসে গেলে তাকে পিছনে যেতে বাধ্য করা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নিজের পিছনেই দাঁড়াতে বলেননি; বরং নিজের কাছাকাছি প্রথম কাতারে দাড়াতে বলেছেন। একজনকে নয় একাধিক ব্যক্তিকেই দাঁড়াতে বলেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে মুহাজির ও আনছার শব্দও এসেছে । একজন নায়েব হতে অপারগ হলে অন্যজন নায়েব হবে । সুতরাং কোনো মা'যুর ব্যক্তির ইমামের পিছনে নামায পড়া উল্লিখিত হাদীস পরিপন্থী হবে না। সর্বসাধারণের জন্য তাকে পিছনের কাতারে বা একপাশে যাওয়ার হুকুম জারি করারও সুযোগ নেই। সর্বোপরি একটি উত্তম কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি কাম্য নয় । হাদীসের মৌলিক উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে প্রসিদ্ধ হাদীস ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী রাহ. (৩৮৮ হি.)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো । তিনি বলেন-"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন যাতে নামাযের সময় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তার পেছনে দাঁড়ায় । যাতে তারা তার থেকে নামায পরিপূর্ণরূপে বুঝে নিতে পারে । এছাড়াও নামাযে ইমামের কোনো সমস্যা হলে তারা যেন ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, অথবা ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাদের থেকে যেন শুধরে নিতে পারে।" পুরো আলোচনার ভিত্তি প্রয়োজনীয় অবস্থর উপর । আর প্রয়োজনে গৃহীত বিধান প্রয়োজনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে । প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করার অনুমতি নেই । মসজিদের ইমাম সাহেবগণ মাঝে মাঝে মসজিদে আলোচনা করলে চেয়ারের অপব্যবহার কমে যাবে । একপর্যায়ে বন্ধও হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ ।

চেয়ারে বসে নামায নাজায়েজের ফতোয়া-উলামায়ে হিন্দের জবাব

(চেয়ারে বসে নামায নাজায়েজ এর বিষয়ে উলামায়ে তামিল নাড়ভারত) এর পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত ফতোয়া প্রদান করা হয় যার ফলে ব্যাপক আলোচনার সৃস্টি হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি উসমানী হোফিজাহুল্লাহ) এর নিকট ফতোয়াটি দৃস্টিগোচর করা হলে দারুল উলুম করাচি এর পক্ষ থেকে বিস্তারিত দালিলিক জবাব প্রদান করা হয়।আলোচনাটি হুবহু তুলে ধরা হলো)

আপনি ভারতের উলামায়ে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি ইশতেহার পাঠিয়েছেন। আমরা ইশতেহারের দাবি ও দলীল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনার পূর্বে বলবো, চেয়ারের অপব্যবহার অবশ্যই দোষণীয়। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে ইশতেহারের ব্যাপক অর্থবোধক শিরোনাম -এর সাথে আমরা একমত নই | ইশতেহারের প্রকাশক ভারতের হওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতায় এ ইশতেহার সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত তলব করলে তারাও এ শিরোনামের সাথে একমত পোষণ করেননি ।

১ম.

ইশতেহারের শিরোনাম দেয়া হয়েছে । শিরোনাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে ফিকহী বিচক্ষণতার তুলনায় মানসিক জযবা প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বস্বীকৃত কথা হলো, শরী'আতে কিছু বিষয় এমন আছে যা কাত'য়ী বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর কিছু বিধান রয়েছে যন্নী বা ইজতিহাদী । প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে "অকাট্য" শব্দ ব্যবহার হতে পারে । এসব বিধান সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট; এতে অন্য ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইজতিহাদী বিষয়ে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ নয়। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পক্ষে-বিপক্ষে না কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত আছে, না কোনো হাদীস। বরং হাদীস ও শরী'আহ-এর এমন মূলনীতি রয়েছে, যা বৈধ হওয়ার প্রবল দাবি রাখে।

২য়

ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কুরআনের খেলাফ। চেয়ারে বসে নামায অকাট্যভাবে নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, খুশু-খুজু সম্পর্কে দু'টি আয়াত উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র খেলাফ । লক্ষণীয় বিষয় হলো, চেয়ারে বসে নামায খুশু-খুজু'র খেলাফ বা চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র আওতায় আসে না- এ সিদ্ধান্তটি কুরআনের ভাষ্য নাকি তাদের নিজেদের বুঝ ও ইজতিহাদ? নিশ্চিত জবাব হলো, এটি তাদের ইজতিহাদ বা বুঝ ।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করার দ্বারা খুশু-খুজু না থাকায় তা নাজায়েজ হয় তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করে নফল নামায কীভাবে আদায় করার অনুমতি দিলেন? নিজেও আমল করলেন? প্রয়োজনে ফরয নামায পড়ার প্রমাণ কীভাবে হাদীস , আসার এবং ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে পাওয়া যায়? অথচ চেয়ারে বসা আর ঘোড়ায় বসার মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। চতুষ্পদ জন্ত উপর আরোহন করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দিবেন আমরাও তাই বলবো ।

৩য়,

ইশতেহারে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় সংশয় নিরসনে করা হয়েছে। এখানে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চেয়ার ছিলো। এরপরও তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়েননি । এ বিষয়েও পিছনে আলোচনা হয়েছে । এখানে একটি দিক তুলে ধরছি। তাদের আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায়, তারা মনে করেন, কোনো কিছু ব্যবহারের সুযোগ থাকার পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার না করা সর্বাবস্থায় তা অবৈধ

হওয়ার দলীল। অথচ বিষয়টি এমন নয়। ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রাহ. উসুলে শরী'আতের একজন সর্বস্বীকৃত ইমাম, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজগুলো করার সুযোগ থাকা সত্তেও ছেড়ে দিয়েছেন তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সবগুলোকে এক পর্যায়ের অন্তভুক্ত করেননি। শ্রেণীবিন্যাস করে তিনি বলেন-

"পূর্বোল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা হতে পারে । যেমন, মুবাহকে ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তমকে গ্রহণ করা । মুফাসসিরীনদের এক জামাতের বক্তব্য অনুযায়ী আয়াত এর ভিত্তিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর স্ত্রীদের জন্য সমানভাবে সময় বন্টন আবশ্যক ছিলো না। তার পরও তিনি সময় বন্টন করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের সাথে মানানসই হিসেবে । তার জন্য সময় বন্টন না করা বৈধ হওয়া সত্তেও তিনি তা করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন...(আরো কিছু উদাহরণ)।"

এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করার সুযোগ থাকা শর্তেও তা না করা কাজটি অবৈধ হওয়ারই দাবি করে না; বরং এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে । যেমন, উত্তম আখলাক অবলম্বন, আবদিয়্যাত প্রকাশ করা ইত্যাদি।

মোটকথা, যে কাজের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে- একটি উত্তম আরেকটি মুবাহ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এর মধ্য হতে উত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, তাহলে এর দ্বারা মুবাহ পদ্ধতিটি নাজায়েয সাব্যস্ত হবে না। এ নীতিটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত । যেমন, "দ্বব' (এক ধরনের প্রাণী) খাওয়া সম্পর্কে রাসুলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলে এতে তিনি না খাওয়ার দিক গ্রহণ করলেও অন্যদের বারণও করেননি । এছাড়া মুবাহ পর্যায়ের অনেক বিধান সুনির্দিষ্টভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যাননি; বরং মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন বিষয়টি ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ.-এর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় । তিনি বলেন-

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর জন্য প্রত্যেক বৈধ বিষয় বর্ণনা করা বা নিদিষ্ট ভাবে মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া জরুরী নয়।”
ইশতেহারে যমীনে নামায পড়ার প্রতি প্রবল তাগিদ বোঝানোর জন্য তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস আহমদ বুসীরী রাহ.-এর কিতাব “ইতহাফুলখিয়ারা” থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। বুসীরী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন “সুনানে বাইহাকী” থেকে । তিনি বলেন-

“ইমাম বাইহাকী রাহ. স্বীয় সুনানে সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গিয়ে তাকে দেখতে পান, একটি বালিশে নামায পড়ছে । তিনি বালিশ সরিয়ে ফেললেন । এবার অসুস্থ সাহাবীটি একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এটাও তিনি সরিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যদি পারো জমিনে সিজদা করো, অন্যথায় ইশারায় আদায় করো ।” দ্বিতীয় হাদীসটি দু'একটি শব্দ ছাড়া হুবহু প্রথম হাদীস। যা সরাসরি “সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল বক্তব্য আগের বর্ণনার অনুরূপ । তবে এখানে শেষে ইশারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, রুকুর তুলনায় সেজদার সময় মাথা একটু বেশি ঝোঁকাবে । তৃতীয় হাদীস মূলত হযরত ইবনে উমর রাধি.-এর ফাতওয়া; যা “সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, তারা হাদীসের মতলব বুঝেছেন যে, “জনৈক ব্যক্তি বালিশ বা পাখার উপর নামায পড়ছিলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবনে উমর রাষি. তা করতে বারণ করেছেন এবং যমীনেই নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন । অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়তে বলেছেন।” অথচ এ হাদীসগুলোতে নামায পড়া নয়; বরং সিজদা করা উদ্দেশ্য ছিলো ।
যেমন, প্রথম হাদীসটি ইমাম আবু ইয়াঁলা রাহ.ও বর্ণনা করেছেন ।
হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গেলেন । আমি তার সাথে ছিলাম । তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে তা করতে বারণ করলেন এবং বললেন, যদি সক্ষম হও তাহলে জমিনের উপর সেজদা করো । আর না হয় ইশারায় আদায় করো। সিজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি করে ঝুঁকাবে।”
এখানে 'সিজদা' শব্দটি উল্লেখ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বাইহাকীর রেওয়ায়াতে সিজদা" শব্দটি উহ্য ছিলো অথবা ওখানে “সালাত' সিজদার অর্থেই ব্যবহৃত

হয়েছে । তৃতীয় হাদীসে “সালাত' সিজদার অর্থে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার । প্রশ্ন-উত্তরের আন্দায থেকেও তা বোঝা যায়। সুতরাং বালিশে সিজদা নিষেধ করা এক বিষয়, আর প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া অন্য বিষয় । উপরন্তু উচু স্থানে সিজদা

নিষেধ হওয়ার বিশেষ কারণও আছে, যা চেয়ারে বসার মাঝে বিদ্যমান নেই। হযরত ইবনে উমর রাধি.-এর ফাতওয়ার মাঝে কারণ উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ, সিজদার সময় কোনো উচু স্ছন বা জিনিস থাকলে এর উপর সিজদা করলে এক রকম মূর্তিপুজার সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ জন্যই ইবনে উমর রাি. ফাতওয়ায় শিরকের দিকে ইশারা করেছেন।

৪র্থ.

ইশতেহারে ইজমার দাবিও করা হয়েছে; কিন্তু দলীল বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি । সুতরাং আমরাও লম্বা আলোচনা করছি না। তবে আমরা তাদের এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ইজমা প্রমাণিত না হওয়ার পক্ষে অনেক ফিকহী দলীল ও নযির রয়েছে। এ ছাড়া উসূলে ফিকহের ইজমা" অধ্যায় বুঝে পাঠ করলে যেকোনো বিজ্ঞ আলেম উক্ত ইজমার অসারতা সহজেই বুঝতে পারবেন। ফিকহী দলীল উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতিয়ানে কেরামের ভাষ্য বুঝতে খুবই তাড়াহুড়া হয়েছে। ভাসাভাসা দৃষ্টিকে এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, আল্লামা শামী রাহ.-এর বক্তব্য ও উল্লিখিত ফাতওয়াগুলো গভীর দৃষ্টিতে পড়লেই চেয়ারে বসে নামাযের বৈধতার দিক বের হয়ে আসে ।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপত্র 'মাহনামা দারুল উলুম'-এর ১৪৩৩-১৪৩৪ হি.-এর জিলহজ্জ মুহাররম সংখ্যায় চেয়ারে বসে নামাযের বিধান সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে একাধিক প্রমাণ দ্বারা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

এছাড়া দারুল উলুমের ফাতওয়া বিভাগ থেকে একটি আধুনিক মাসাইলের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে ১৪৩৩ হি. মুতাবেক ২০১২ খৃ.। এতে ফাতওয়া বিভাগের মুফতিয়ানে

কেরামের সত্যায়ন রয়েছে। সংকলনটি মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.-এর সম্পাদনার পর মজলিসে শুরার অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হয়। এ সংকলনে প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সুস্পষ্টভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে।
(১)চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সুযোগ রয়েছে। কিন্ত জমিনে বসে রুকু এবং সিজদা করতে সক্ষম হওয়ার পরও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয নয়। নামায আদায় করা যাবে। ইশতেহারে দারুল উলুমের যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এর শব্দগুলো ভালোভাবে পড়লেই বৈধতার দিকে বের হয়ে আসে।

(২) বিনা প্রয়োজনে (মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য) চেয়ার ব্যবহার করার ফলে কাতারের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।
(৩) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ার আনার কারণে বিধর্মীদের (উপাসনালয়ের) সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।
৪) বিনা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার তুলনায় জমিনে বসে নামায আদায় করার দ্বারা (আল্লাহর সামনে) সর্বাধিক নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে |”

ফাতওয়ার শব্দগুলো অনেকটাই পরিষ্কার। এরপরও এ ফাতওয়াকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একদম নাজায়েয হওয়ার পক্ষে তারা কীভাবে উল্লেখ করলেনতা আমাদের বোধগম্য নয়। কিফায়াতুল মুফতী এবং আহসানুল ফাতাওয়া থেকে যে আদায় করা যাবে। ইশতেহারে দারুল উলুমের যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এর শব্দগুলো ভালোভাবে পড়লেই বৈধতার দিকে বের হয়ে আসে।

ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও বৈধতার ইঙ্গিত রয়েছে । কমপক্ষে বলা যায় অবৈধ হওয়ার পক্ষে পরিষ্কার কোনো কথা নেই ।

মোটকথা, আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো বাস্তবতাকে শরয়ী বিধানের সাথে সমন্বয় করে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌছতে অনেক ইলমী আয়োজন, উপকরণ ও গবেষণা প্রয়োজন । অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর শরয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে 'শায' বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা অবলম্বন করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার

উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

১. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যেকোনোরূপে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ার ইত্যাদিতে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। নামাজ আদায় হবে না।

২. যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার কারণে সিজদা করার শক্তি নেই অথবা ওই ব্যক্তি যে মাটিতে বসতে পারে কিন্তু রুকু-সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক জমিতে বসে নামাজ আদায় করবে। চেয়ার ইত্যাদির ব্যবহার মাকরুহ হবে। হ্যাঁ, যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে। টেবিলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার করবে না।
মাটিতে বা চেয়ারে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

উপরে উল্লিখিত মাসআলাগুলো থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয । এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আহশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরাহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদপগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে হিম্মত করে শরয়ী ওযর ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে

চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়তয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ । অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বনু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মাযূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদপগতলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মাযুর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন

করার তাওফীক দান করুন। বিদআত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচারসভ্যতা ও রীতি-নীতি থেকে হেফাযত করুন।